নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২)

মহেন্দ্র একদিন রামকৃষ্ণদেবকে এক বিবাহ উৎসবে মণী ব্যানার্জ্জীর বাড়িতে নিমন্ত্রিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন - একী, আপনিও এখানে?

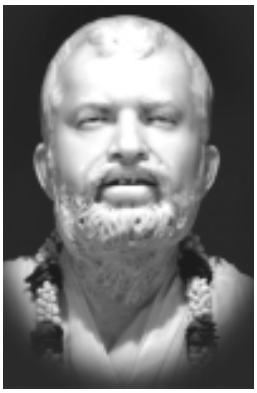

রামকৃষ্ণদেব হাসিমুখে উত্তর দিলেন - "কেন গো! তুমি আসতে পার, আর আমি আসতে পারিনা? ভক্ত ছাড়া ভগবান কোথা? যার বাড়িতে উৎসব সেকী আমার প্রিয় নয়? আমি একবার দেখা দিলেই যদি আনন্দ উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়, তবে কী আমার আসা ঠিক হয়নি?"

না, আমি তা বলছিনা—সাধারণ গৃহস্থ বাড়ীর উৎসবে সাধু সন্ন্যাসীরা প্রায়ই আসেননা। উৎসব আনন্দে থাকা, তাঁদের নাকি নীতি বিরুদ্ধ, তারই জন্য বোলেছি।

যে ঘরে শালগ্রামশিলার পূজা হয়, সে বাড়ীতে কী উৎসব আনন্দ হয়না? শালগ্রাম শিলা কী বেরিয়ে যায়? শালগ্রামশিলাকে সাক্ষী কোরেই ত বিয়ে হয়, তবে আর এতে দোষ কী রইলো?

মহেন্দ্র ঈষৎ লজ্জিত হোয়ে উত্তর দিলেন,—কী জানি? আপনারাই গড়েন, আপনারাই ভাঙ্গেন—আপনাদের লীলা বোঝা ভার।

তা ঠিক বোলেছ বাপু, মা - গড়াকে ভাঙ্গে, আবার ভাঙ্গাকে গড়ে। তার ভাঙ্গাগড়াই কাজ।

একই লোহাকে তাতিয়ে ইস্পাত হয়, সেটা ভাল হোল? না, মন্দ হোল? সোনাকে সোহাগা না দিলে কী গলে? চিপে সোনা গালিয়ে মাথার মুকুট না কোরলে কি মাথায় পরা যায়?

মহেন্দ্র হাত জোড় কোরে প্রণাম দিয়ে বল্লেন - আপনি বসুন, আমি এখনই আস্‌চি - খাওয়ার জন্য ডাক পোড়েছে। আপনার খাওয়া হোয়েছে?

আমার আবার খাওয়া কী গো? মা-কী খেতে আসে? না, খাওয়াতে আসে? এই রামপদর বস্তু নেমন্তন্নে লোভ আছে, তাই ওকেই খাওয়াতে এসেছি, আর সেই সঙ্গে আমারও যদি কিছু জুটে যায়, তবে ছাড়বই বা কেন? ছেলের নামে পোয়াতী বাঁচে -

আপনার কথার হেঁয়ালী বুঝতে পারি না; আপনার এখনও প্রসাদ করা হয়নি, অথচ আমাদের খাওয়ার তাগিদ্ কেন? মণীবাবুর এ আবার কেমনতর ব্যবস্থা? মণীর সাথে কী আপনার দেখা হোয়েছে?

ওযে চিন্তামণি গো, চিন্তার সাথে ওসব মণীকাঞ্চন বাঁধাবাঁধি, ওদের কী সহজে দেখা হয়? রাজসুয় যজ্ঞে, যুধিষ্ঠির কী শ্রীকৃষ্ণকে পা ধোয়াবার ভার দিয়েছিল? তিনি নিজেই যদি সে ভার নেন তবে অর্জ্জুন কী কোরবে?

মহেন্দ্র বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—আপনাদের শিক্ষা বা উপদেশ নেওয়াও যায় না, আবার দেওয়াও যায় না। একজনকে বোল্‌ছেন—গুরু-নিন্দা শুনে চুপ কোরে চোলে এলি? আবার অন্যজনকে ধম্‌কাচ্ছেন—বেশ কোরেছে। আমাকে নিন্দা কোরেছে—তোর তাতে কী? কাজেই কোনটা নেব? কোন্‌টাই বা ছাড়বো?

ওগো, ওসব আধার ভেদে কাজ। তুলসীতেই চন্দন মাখাতে হয় সব ফুলে কি মাখান যায়? নেমন্তন্ন বাড়ীর রান্না বান্না কী একটা ছোট খোরাতে রাখা যায়? ছোট গেরস্তর ছোট বঁটী, বড় গেরস্তর বড় বঁটী। চাকু দিয়ে কী যজ্ঞির রান্না কোটা যায়?—যাও যাও খেয়ে এসো, পেটটা চুঁই-চুঁই কোরছে, এখন ওসব কথা কেন?

মহেন্দ্র চোলে যেতেই রামকৃষ্ণদেব, রামপদকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, তোর কী খুবই ক্ষিদে পেয়েছে? মণীর খোঁজে কর্ত্তাকে পাঠাব নাকি?

রামপদ তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে উত্তর দিলেন—আপনার এখানে আসাই উচিৎ হয়নি—যারা আপনার মত সাধককে নিমন্ত্রণ কোরে একবার খবরও নেন্‌না, তাঁদের বাড়ীতে আসা কখনও উচিৎ নয়। চলুন এক্ষুনি বাড়ী ফিরে যাহ—

তুইত ভারি সেয়ানা দেখ্‌ছি। সেখানে গিয়ে খাবি কী? এই রাত দুপুরে যাবিই বা কেমন কোরে? এই চারকোশ রাস্তা পেটে ক্ষিদে নিয়ে হাঁটতে পারবি? অত চরক্ দেখাস্ কেন? নেমন্তন্ন বাড়ীতে তোর মত হয়ত কতলোক এসেছে। ঠাকুর দেবতার নাম নিস, ভক্ত হোয়েছিস্—আগে ভাগে খাবার রোক করিস্ কেন? ভক্তরা প্রসাদ খায়—তুই কী অগ্যাদানী বামুন?

রামপদ এ কথায় মাথা হেঁট কোরে গুম হোয়ে রইলেন। এরই মধ্যে মণীবাবু হন্তদন্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে ব্যস্ত হয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন - একী! আপনি কতক্ষণ এসেছেন? অপরাধ নেবেন না, আমি ঐ সব বিয়ে পাঁচালীর মধ্যে এমন এমন ভাবে আটকে গিয়েছিলুম যে, কারো খবর নিতে পারিনি।

মণীবাবু গড়িয়ে পোড়লেন, রামকৃষ্ণদেবের পায়ের তলায়। রামপদও এই দৃশ্য দেখে চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে রামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম দিয়ে বল্লেন - আমাকেও ক্ষমা করুন।

...ক্রমশঃ